দৈনিক ইনকিলাব

APR. 09 2002

ভারত থেকে মুসলিম বিতাড়নের নীল নকশা

বাংলাদেশ সীমান্তের ১০টি জেলায় মসজিদ মাদ্রাসার পরিসংখ্যান তৈরী করছে ভারত

মহসিন মিলন ॥ ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ১০টি জেলা প্রশাসনকে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে মুসলমানদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসা ও মসজিদের একটি পরিসংখ্যান মার্চ মাসের মধ্যেই পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে। আনন্দবাজার পত্রিকার এক খবরে বলা হয়েছে, আইবি (ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো) জানিয়েছে, ১৯৯৫ সালের পূর্বে সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে মসজিদ ও মাদ্রাসার সংখ্যা কত ছিল। পরবর্তীতে এর সংখ্যা কিভাবে বৃদ্ধি পেল তার একটি হিসাব কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় রাজ্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে পাঠাতে নির্দেশ দিয়েছেন। গোয়েন্দা কর্মকর্তারা বলছেন, ১৯৯৫ সালের পর থেকে '৯৯ সাল পর্যন্ত মোট ১ হাজারেরও বেশী মসজিদ-মাদ্রাসা তৈরী হয়েছে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে। এসব মসজিদ-মাদ্রাসাগুলোকে তারা অবৈধ বলে আখ্যায়িত করেছে। মালদাহ, মুর্শিদাবাদ, দুই দিনাজপুর ও উত্তর ২৪ পরগণায় নাকি অবৈধ মসজিদ-মাদ্রাসা, গজিয়ে উঠেছে সবচেয়ে বেশী। পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশের সীমান্ত সংলগ্ন ১০ জেলার মধ্যে রয়েছে- কোচবিহার, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদাহ,

৫-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

মুসলিম বিতাড়ন

৮-এর পৃষ্ঠার পর

মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগণা ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা। ১৯৭১ সালের পর প্রচুর অনুপ্রবেশকারী সীমান্তবর্তী এসব জেলাগুলোতে এসেছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী ১ কোটি বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী ভারতে এসেছে। এর মধ্যে ১০ লাখ লোক পশ্চিমবঙ্গেই বসবাস করছে। এর মধ্যে ৪ লাখ মুসলমান ও বাকীরা সবই হিন্দু। ১৯৮৪ সালে নাকি স্বরাষ্ট মন্ত্রণালয় রিলিজিয়াস স্পেসেস এ্যাক্ট চালু করে। এই আইনে সীমান্তবর্তী এলাকায় গড়ে ওঠা মসজিদ-মাদ্রাসাগুলো সবই অবৈধ। অবশ্য রাজ্য সরকার এসব মসজিদ-মাদ্রাসার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে। স্বরাষ্ট্র দফতর আরো বলছে, সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে প্রায় ৫ শতাধিক গ্রামে বসবাস করছে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা। বর্তমানে সেখানকার সংখ্যালঘু মুসলমানদের বাংলাদেশী বলে সেখান থেকে বের করে দেয়ার এটি একটি বড় ধরনের নীল নকশা। অচিরেই ভারতীয় মুসলমানদের বাংলাদেশে পাঠাবার জন্য সব ধরনের পরিকল্পনা প্রায় শেষ। বাংলাদেশ সরকারকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলতে দেশের অভ্যন্তরেই চলছে ভারতীয় এজেন্টদের ব্যাপক ষড়যন্ত্র।